দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

22 APR 1987

দৈনিক বাংলা

ঢাকাঃ বুধবার, ৮ই বৈশাখ, ১৩৯৪ঃ ২২শে এপ্রিল, ১৯৮৭

7

শিক্ষা কমিশন

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ অচিরেই একটি শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। কলেজ শিক্ষক সমিতির মহাসম্মেলনে প্রেরিত বাণীতে প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন— শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষাপ্রসার ও মান উন্নয়নই হবে কমিশনের লক্ষ্য। বস্তুত আমাদের শিক্ষাঙ্গণের পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়ার, প্রয়োজন হলো ব্যাপক রদবদলের মাধ্যমে শিক্ষার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। এই বিশাল দায়িত্ব একটি যোগ্য কমিশনের মাধ্যমেই পালন করা সম্ভব। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে একমাত্র শিক্ষাই সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

বিরাজমান পরিস্থিতির দিকে নজর দিলে প্রথমই যে ছবিটি ধরা পড়ে তা হচ্ছে এই সুযোগ-সুবিধা একান্তই সীমাবদ্ধ এবং যেটুকু সুযোগ আছে তারও ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। এই সম্ভব না হওয়ার কারণ বহুবিধ। ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার সঙ্গে পাঠ্যসূচী ও পুস্তকাদির ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার প্রশ্নও জড়িত আছে। পরীক্ষা পদ্ধতিও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। জাতীয় শিক্ষাকার্যক্রমের বাঞ্ছিত চরিত্রগত ঐক্যও বহুধাবিভক্ত। পরিস্থিতির এই জটিল জট ছাড়িয়ে সময়ের চাহিদা পূরণোপযোগী একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব কারা পালন করবেন আমরা জানি না, তবে যাঁরাই করবেন তাদের মনে রাখতে হবে একটি জাতির ভবিষ্যৎ তাদের উপর নির্ভর করছে। কেবল একটি পাঠ্যসূচী কিংবা সংস্থাগত সামান্য পুনর্বিন্যাস নয়, সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতিই হতে হবে তাদের লক্ষ্য। প্রেসিডেন্টের বাণীতেও যার আভাস বিধৃত। আমরা গঠিতব্য কমিশনের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট করে রাখছি।

আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি জনশক্তির উন্নয়ন বা দক্ষ জনশক্তি তৈরিই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ বক্তব্যের নিহিতার্থ খণ্ডিত ভাবে গ্রহণ করে কারিগরি কিংবা ব্যবহারিক শিক্ষায় অগ্রাধিকার প্রদানের একটা প্রবণতা হালে ব্যাপক হয়ে উঠেছে বা উঠছে। ব্যবহারিক শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে তবে শুধু কারিগরি শিক্ষাই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। দক্ষতার যেমন পর্যায় আছে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণেও সেই পর্যায়কে সামনে রাখা চাই। উচ্চ বা সর্বোচ্চ শিক্ষা বা দক্ষতাই হওয়া চাই উদ্দিষ্ট। ব্যাপক কিংবা পরিপূর্ণ অর্থে উচ্চশিক্ষাই সার্বিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় মন ও মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের বেলায় আরো একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন—আজকের শিক্ষার্থী হবেন একবিংশ শতকের কর্মী। যে উচ্চ প্রযুক্তির যুগে তাদের বসবাস করতে হবে তাতে মামুলী কারিগরি বিদ্যার পুঁজি দিয়ে হালে খুব একটা পানি পাওয়ার কথা নয়। শিক্ষাব্যবস্থায় এজন্যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রস্তুতির পূর্ণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কমিশন গঠিত হতে যাচ্ছে। এবং প্রথাগতভাবেই কমিশন সকল মহলের মতামত নিয়ে তাদের সুপারিশ তৈরি করবেন। এই মতামত গ্রহণের ব্যাপারটা যাতে নেহাত 'প্রথা পূরণ'ই না থাকে আমরা তাই আশা করবো। ভাষা লক্ষ্য পদ্ধতি শিক্ষার বহু কিছু নিয়েই সমালোচনা আছে, অনেকেরই রয়েছে সুস্পষ্ট মতামত। সুপারিশে সকল মতের প্রতিফলনের পরিমাণের উপরই নির্ভর করবে এর গ্রহণ যোগ্যতার প্রশ্ন। সংস্কারের প্রস্তাব যদি আসে তা যেনো চাপিয়ে দেয়া বলে অনুভূত না হয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদেরও দায়িত্ব সচেতন হতে অনুরোধ করবো। অভিজ্ঞতা বলে, সমালোচনায় মুখর হতে পছন্দ করলেও কমিশনে মতামত দিতে আমরা তেমন উৎসাহী নই। শিক্ষা কমিশনের ক্ষেত্রে এমনটা না হওয়াই কাম্য।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি দেশে তিনটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা মনে করি তিন নয়, প্রকৃত অর্থে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশি স্বতন্ত্র ধারায় বর্তমান। অনেক ক্ষেত্রেই যা বৈষম্যমূলক। শিক্ষা কমিশনকে এই বৈষম্যের অপনোদন করে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পথকেও নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা কমিশনের প্রতি আমাদের আগাম অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইলো।